ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

سورة القصص (সূরা আল কাসাস)

১. اذكر وجه التسمية لسورة القصص - [সূরা আল কাসাস-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]

২. اكتب موضوعات سورة القصص مختصرا - [সূরা আল কাসাস-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]

৩. لم قذفت ام موسى ابنها فى البحر؟ - [হযরত মুসা (আ)-এর মাতা ছেলেকে কেন সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন?]

৪. من هو مرجع الضمير المستتر فى "قالت" فى قوله تعالى "وقالت لاخته قصيه" - ["وقالت لاخته قصيه"-এর মধ্যে قالت-এর উহ্য জমীর-এর মারজা কে?]

৫. كيف اعاد الله موسى عليه السلام الى حضن امه؟ - [আল্লাহ তায়ালা কীভাবে হযরত মুসা (আ)-কে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন?]

৬. كيف بعث شعيب عليه السلام ابنته لتسقى الغنم وهو نبى من الانبياء؟ - [শুয়াইব (আ) নবী হয়েও কীভাবে তাঁর কন্যাদ্বয়কে মাঠে ছাগলকে পানিপান করানোর জন্য পাঠালেন?]

৭. ما هى القصة التى اشيرت بقوله تعالى "فلما جاءه وقص عليه القصص"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فلما جاءه وقص عليه القصص-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি কী?]

৮. كيف اخذ موسى عليه السلام الاجر على البر؟ - [মুসা (আ) কীভাবে সৎকাজের প্রতিদান গ্রহণ করলেন?]

৯. هل نزل الله تعالى فى الشجرة والا كيف قال تعالى نودى من الشجرة؟ بين بالاختصار - [মহান আল্লাহ কি গাছে অবতরণ করেছিলেন? যদি না হয়, তবে তিনি কীভাবে বলেছেন- نودى من الشجرة? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

১০. من] - ما المراد بشاطئ الواد الايمن؟ الام اشير اليه بقوله من الشجرة شاطئ الواد الايمن ও الشجرة-এর মাধ্যমে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?]
১১. هل البقعة المباركة (اى طوى) افضل من بيت المقدس والمدينة المنورة؟ - [বরকতময় ভূমি তুয়া কি বায়তুল মুকাদ্দাস ও মদিনা থেকে উত্তম?]
১২. اكتب نبذة من حياة قارون بالاختصار - [কারূনের জীবনী সংক্ষেপে লেখ ।]
১৩. اى علم اوتى قارون؟ - [কারূনকে কীসের জ্ঞান দান করা হয়েছিল?]
১৪. بين بعض اوصاف مفاتح قارون - [কারূনের তালা-চাবির কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর ।]
১৫. اذكر ثلاث ايات تدل على حرمة الارهاب - [সন্ত্রাস হারামের প্রমাণ বহনকারী তিনটি আয়াত উল্লেখ কর ।]
১৬. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة القصص - [সূরা আল কাসাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ ।]

سورة العنكبوت (সূরা আল আনকাবুত)

১৭. اذكر وجه التسمية لسورة العنكبوت - [সূরা আল আনকাবুত-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর ।]
১৮. اكتب موضوعات سورة العنكبوت مختصرا - [সূরা আল আনকাবুত-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ ।]
১৯. "بين سبب نزول الاية "ووصينا الانسان بوالديه حسنا ... الاية - [ووصينا الانسان بوالديه حسنا আয়াতটি শানে নুযুল বর্ণনা কর ।]
২০. ما المراد بقوله تعالى "ووصينا الانسان بوالديه حسنا ... الاية"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ووصينا الانسان بوالديه حسنا-এর উদ্দেশ্য কী?]
২১. ركب : ان الله على كل شيء قدير - [ان الله على كل شيء قدير-এর তারকীব কর ।]
২২. ما معنى قوله تعالى" وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت ... الاية"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت-এর অর্থ কী?]

২৩. بين سبب نزول الاية "اتل ما اوحى اليك من الكتاب .... الاية" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী اتل ما اوحى اليك من الكتاب-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর।]
২৪. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة العنكبوت - [সূরা আল আনকাবুত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة الروم (সূরা আর রূম)

২৫. اذكر وجه التسمية لسورة الروم - [সূরা আর রূম-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]
২৬. اكتب موضوعات سورة الروم مختصرا - [সূরা আর রূম-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]
২৭. من هم الروم؟ وما هى عقيدتهم؟ - [রূম কারা? তাদের আকিদা কী?]
২৮. فسر قوله تعالى "سيغلبون فى بضع سنين" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী سيغلبون فى بضع سنين-এর তাফসীর কর।]
২৯. ما معنى "بضع" فى قوله تعالى "فى بضع سنين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فى بضع سنين-এর মধ্যে بضع শব্দের অর্থ কী?]
৩০. ما المراد بقوله تعالى "ضرب لكم مثلا من انفسكم .... الاية"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ضرب لكم مثلا من انفسكم-এর মর্মার্থ কী?]
৩১. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة الروم - [সূরা আর রূম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة القصص (সূরা আল কাসাস)

১. প্রশ্ন: সূরা আল কাসাস-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ الْقَصَصِ)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ২৮তম সূরা হলো 'সূরা আল-কাসাস'। এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা ৮৮। নামকরণের ক্ষেত্রে কুরআনের সূরাগুলোর বিষয়বস্তু ও বিশেষ কোনো শব্দের ওপর ভিত্তি করা হয়। সূরা আল-কাসাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

আল্লামা ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) তাঁর 'আত-তাফসীরুল মুনীর' গ্রন্থে এই সূরার নামকরণের যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন, তা হলো:

১. ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ: 'আল-কাসাস' (الْقَصَصِ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঘটনা বা বৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা। এই সূরায় হযরত মুসা (আ.) এবং ফেরাউনের ঘটনা সবিস্তারে ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

অর্থ: "আমি আপনার কাছে মুসা ও ফেরাউনের কাহিনী সত্যসহকারে বর্ণনা করছি।" (সূরা কাসাস: ৩)। যেহেতু এই সূরায় মুসা (আ.)-এর জন্ম থেকে নবুওয়াত লাভ ও ফেরাউনের পতন পর্যন্ত ঘটনা 'কিসসা' বা গল্পের আকারে বর্ণিত হয়েছে, তাই একে সূরা আল-কাসাস বলা হয়।

২. আয়াতের উদ্ধৃতি: সূরার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

অর্থ: "অতঃপর যখন তিনি (মুসা) তাঁর (শুয়াইব) কাছে আসলেন এবং পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন...।" এখানে 'আল-কাসাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উপসংহার: মূলত হযরত মুসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলি সবচেয়ে বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে এই সূরায় বর্ণিত হওয়ার কারণেই একে 'সূরা আল-কাসাস' বা 'বৃত্তান্তের সূরা' নামকরণ করা হয়েছে।

---

২. প্রশ্ন: সূরা আল কাসাস-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ الْقَصَصِ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল-কাসাস একটি মাক্কী সূরা। মাক্কী সূরা হিসেবে এর মূল আলোচ্য বিষয় আকিদা, তাওহীদ এবং নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। তবে এই সূরায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক অবিচারের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে সূরা আল-কাসাসের প্রধান বিষয়বস্তুগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. হকের বিজয় ও বাতিলের বিনাশ (اِنْتِصَارُ الْحَقِّ): এই সূরায় দেখানো হয়েছে যে, ফেরাউন তার ক্ষমতা ও দম্ভের চরম শিখরে থেকেও কীভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং মুসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হয়েছে। এটি মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা।

২. মুসা (আ.)-এর জীবনী: মুসা (আ.)-এর জন্ম, শৈশব, মাদায়েনে হিজরত, নবুওয়াত লাভ এবং ফেরাউনের দাওয়াত—এই বিষয়গুলো সূরার বিশাল অংশজুড়ে (৩-৪৬ আয়াত) আলোচিত হয়েছে।

৩. নবুওয়াতের প্রমাণ (إِثْبَاتُ النُّبُوَّةِ): রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ঘটনাগুলো নিজে প্রত্যক্ষ করেননি বা কোনো কিতাব পড়ে জানেননি। আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তাঁকে এসব জানিয়েছেন—যা তাঁর নবুওয়াতের অকাট্য দলিল।

৪. কারূনের অহংকার ও পরিণতি (قِصَّةُ قَارُون): সূরার শেষাংশে ধনাঢ্য কারূনের ঘটনা বর্ণনা করে দুনিয়াপূজারী ও অহংকারীদের সতর্ক করা হয়েছে যে, সম্পদ আল্লাহর দান, অহংকারের বস্তু নয়।

৫. আখেরাত ও হিদায়াত: মক্কার মুশরিকদের হঠকারিতা এবং কিয়ামতের দিন তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এই সূরায় আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার: সারকথা হলো, সূরা আল-কাসাস মূলত সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের এক ঐতিহাসিক দলিল, যেখানে দেখানো হয়েছে যে চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহর নেককার বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত।

৩. প্রশ্ন: হযরত মুসা (আ)-এর মাতা ছেলেকে কেন সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন? (لِمَ قَذَفَتْ أُمُّ مُوسَى ابْنَهَا فِي الْبَحْرِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত মুসা (আ.) এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন মিসরের শাসক ফেরাউন বনী ইসরাঈলের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে মুসা (আ.)-এর মায়ের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রে নিক্ষেপের কারণ (سَبَبُ الْإِلْقَاءِ فِي الْيَمِّ):

১. ফেরাউনের হত্যাযজ্ঞের ভয়: ফেরাউন স্বপ্ন দেখেছিল যে বনী ইসরাঈলের এক সন্তানের হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। তাই সে নির্দেশ দিল, বনী ইসরাঈলের ঘরে কোনো পুত্রসন্তান জন্ম নিলেই তাকে হত্যা করা হবে। মুসা (আ.)-এর জন্মের পর তাঁর মা শিশুটিকে নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

২. আল্লাহর ইলহাম বা নির্দেশনা (الْإِلْهَامُ الْإِلَهِيُّ): মুসা (আ.)-এর মা যখন সন্তানের জীবনের ব্যাপারে দিশেহারা, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইলহাম বা বিশেষ নির্দেশনা প্রেরণ করেন। কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

অর্থ: "আমি মুসার জননীকে আদেশ দিলাম, তাকে স্তন্যপান করাতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা কর, তখন তাকে দরিয়ায় (নীল নদে) নিক্ষেপ কর।" (সূরা কাসাস: ৭)।

৩. আল্লাহর ওয়াদার ওপর আস্থা: আল্লাহ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় করো না এবং চিন্তিত হয়ো না। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং

তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।" আল্লাহর এই ওয়াদার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই তিনি সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

উপসংহার: মূলত সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য আল্লাহর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণেই মুসা (আ.)-এর মা তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

---

৪. প্রশ্ন: " وقالت لاخته قصيه "-এর মধ্যে قالت -এর উহ্য জমীর-এর মারজা কে?
(مَنْ هُوَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي "قَالَتْ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনাম বা 'জমীর' (الضَّمِير) কার দিকে ইঙ্গিত করছে, তা বোঝা তাফসিরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নোক্ত আয়াতটি সূরা কাসাসের ১১ নং আয়াতের অংশ।

মারজা বা যাঁর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (مَرْجِعُ الضَّمِير):
উক্ত আয়াতে قَالَتْ (সে বলল) ক্রিয়াটির মধ্যে একটি উহ্য বা গোপন জমীর هِيَ (সে/তিনি - স্ত্রীলিঙ্গ) রয়েছে।

- **মারজা:** এই জমীরটির মারজা বা প্রত্যাবর্তনস্থল হলেন **'উম্মু মুসা' বা মুসা (আ.)-এর জননী**।
- **ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ:** আয়াতে বলা হয়েছে وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ অর্থাৎ "এবং তিনি (মুসার মা) তার (মুসার) বোনকে বললেন"। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুসা (আ.)-এর মায়ের অস্থিরতা ও অন্তরের অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মুসা (আ.)-এর মা-ই মুসা (আ.)-এর বোনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট:
যখন মুসা (আ.)-কে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো এবং স্রোত তাকে ফেরাউনের প্রাসাদের ঘাটে নিয়ে গেল, তখন মুসা (আ.)-এর মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ছেলের কী অবস্থা হলো তা জানার জন্য তিনি মুসা (আ.)-এর বড় বোনকে (যাঁর নাম মরিয়ম বা কুলসুম বলে বর্ণনায় রয়েছে) বললেন, قُصِّيهِ (কুরসিহি) অর্থাৎ "তার পিছু নাও" বা "তার খোঁজখবর রাখ"।

উপসংহার: সুতরাং, প্রশ্নোক্ত আয়াতে قَالَتْ-এর ফায়েল বা কর্তা হলেন মুসা (আ.)-এর সম্মানিত মাতা।

---

৫. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালা কীভাবে হযরত মুসা (আ)-কে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন?

(كَيْفَ أَعَادَ اللهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى حِضْنِ أُمِّهِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-এর মাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, তিনি শিশু মুসাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অলৌকিক ও সুনিপুণ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই ওয়াদা পূরণ করেছিলেন।

মায়ের কোলে ফিরে আসার প্রক্রিয়া (كَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ):

১. ধাত্রী স্তন্যপান গ্রহণে অস্বীকৃতি (تَحْرِيمُ الْمَرَاضِعِ): ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া যখন শিশুটিকে গ্রহণ করলেন, তখন শিশুটি ক্ষুধার্ত হয়ে কাঁদছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-এর ওপর ধাত্রীদের দুধ পান করা হারাম (প্রাকৃতিকভাবে অসম্ভব) করে দিয়েছিলেন। বহু ধাত্রী চেষ্টা করেও তাকে দুধ পান করাতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ বলেন:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ

অর্থ: "এবং আমি পূর্ব থেকেই তার জন্য ধাত্রী-স্তন্য অগ্রহণযোগ্য করে দিয়েছিলাম।" (সূরা কাসাস: ১২)

২. **বোনের বুদ্ধিমত্তা ও প্রস্তাব:** এ সময় মুসা (আ.)-এর বোন, যিনি গোপনে ভাইয়ের খোঁজ রাখছিলেন, তিনি ফেরাউনের লোকদের বললেন, "আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের খোঁজ দেব, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে এর হিতাকাঙ্ক্ষী?"

৩. **মায়ের কাছে হস্তান্তর:** ফেরাউনের লোকেরা উপায়ন্তর না দেখে এই প্রস্তাবে রাজি হলো। তখন বোন মুসা (আ.)-কে তাঁর নিজের মায়ের কাছে নিয়ে এলেন। শিশুটি মায়ের ঘ্রাণ পেয়েই দুধ পান করতে শুরু করল। ফলে ফেরাউন কর্তৃপক্ষ মুসা (আ.)-কে তাঁর মায়ের জিম্মায় লালন-পালনের জন্য বেতনভুক্ত হিসেবে নিয়োগ দিল।

উপসংহার: এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে মুসা (আ.)-কে ফেরাউনের শত্রুতা সত্ত্বেও সম্মানের সাথে তাঁর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তাঁর মায়ের চক্ষু শীতল হয় এবং তিনি দুঃখিত না হন।

৬. প্রশ্ন: শুয়াইব (আ) নবী হয়েও কীভাবে তাঁর কন্যাদ্বয়কে মাঠে ছাগলকে পানিপান করানোর জন্য পাঠালেন?

(كَيْفَ بَعَثَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنَتَهُ لِتَسْقِيَ الْغَنَمَ وَهُوَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত মুসা (আ.) মাদায়েনে পৌঁছে দেখলেন, দুজন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে, কারণ পুরুষদের ভিড়ে তারা কূয়ার কাছে যেতে পারছে না। এই নারীরা ছিলেন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা। একজন নবী হয়েও কেন তিনি মেয়েদের বাইরে পাঠিয়েছিলেন, তা একটি ফিকহী ও সামাজিক আলোচনার বিষয়।

কন্যাদের বাইরে পাঠানোর কারণ:

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর প্রধান কারণগুলো হলো:

১. বার্ধক্য ও অপারগতা (الْعَجْزُ وَالْكِبَرُ): হযরত শুয়াইব (আ.) তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর পক্ষে পশুপালন বা কূয়া থেকে পানি সংগ্রহ করা শারীরিকভবে সম্ভব ছিল না। কুরআনে মেয়েদের জবানিতেই এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

অর্থ: "এবং আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ।" (সূরা কাসাস: ২৩) 1

২. পুরুষ জনবলের অভাব: তাঁর পরিবারে পশুপালনের মত শ্রমসাধ্য কাজ করার মতো কোনো পুরুষ সদস্য তখন ছিল না।

৩. প্রয়োজন ও পর্দার বিধান: ইসলামি শরিয়তে প্রয়োজনে নারীদের বাইরে কাজের অনুমতি রয়েছে, যদি পর্দা রক্ষা করা হয়। শুয়াইব (আ.)-এর কন্যারা পূর্ণ লজ্জা ও সম্ভ্রমের সাথেই এ কাজ করছিলেন। তাঁরা পুরুষদের সাথে মিশতেন না, বরং পুরুষরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

উপসংহার: সুতরাং, অপারগতা এবং জীবিকার প্রয়োজনে শরিয়তসম্মত উপায়ে নারীদের কাজের অনুমতি নবুওয়াতের শানের পরিপন্থী নয়।

---

৭. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "فلما جاءه وقص عليه القصص"-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি কী? (مَا هِيَ الْقِصَّةُ الَّتِي أُشِيرَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: এই আয়াতটি হযরত মুসা (আ.)-এর মাদায়েনে হিজরত এবং সেখানে এক মহৎ ব্যক্তির (অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে হযরত শুয়াইব আ.) সাথে সাক্ষাতের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা (الْقِصَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ):

১. আশ্রয় লাভ: মুসা (আ.) যখন শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাদের পশুতে পানি পান করালেন, তখন কন্যারা বাড়ি ফিরে পিতার কাছে তাঁর মহানুভবতার কথা জানাল। পিতা তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

২. বৃত্তান্ত বর্ণনা: মুসা (আ.) সেই বৃদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে মিসর থেকে পালিয়ে আসার পুরো ঘটনা খুলে বললেন। অর্থাৎ, কিবতিকে হত্যা করা, ফেরাউনের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দেশত্যাগ—সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। এটিই قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ (সে তাঁর কাছে বৃত্তান্ত বর্ণনা করল)-এর মূল বিষয়। 2

৩. অভয় দান: সব শুনে শুয়াইব (আ.) মুসা (আ.)-কে সান্ত্বনা দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থ: “তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম কওমের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ।” (সূরা কাসাস: ২৫)

উপসংহার: এই ঘটনার মাধ্যমে মুসা (আ.)-এর জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু হয় এবং তিনি ফেরাউনের নাগালমুক্ত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছেন।

৮. প্রশ্ন: মুসা (আ) কীভাবে সৎকাজের প্রতিদান গ্রহণ করলেন? (كَيْفَ أَخَذَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَجْرَ عَلَى الْبِرِّ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: নবীরা সাধারণত মানুষের উপকারের বিনিময়ে কোনো পার্থিব প্রতিদান গ্রহণ করেন না। কিন্তু সূরা কাসাসের ঘটনাপ্রবাহে দেখা যায়, মুসা (আ.) শুয়াইব (আ.)-এর বাড়িতে আতিথেয়তা এবং পরবর্তীতে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিদান গ্রহণের ধরণ ও ব্যাখ্যা:

১. প্রাথমিক সাহায্য ছিল নিঃস্বার্থ: মুসা (আ.) যখন কূয়া থেকে পানি তুলে মেয়েদের সাহায্য করেছিলেন, তখন তিনি কোনো পারিশ্রমিক চাননি। বরং তিনি ছায়ায় গিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (হে রব, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী)।

২. পরবর্তীতে ইজারা বা চুক্তি (الْإِجَارَةُ): পরবর্তীতে যখন শুয়াইব (আ.) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি এর মোহরানা বা শর্ত হিসেবে ৮ থেকে ১০ বছর পশুপালনের দায়িত্ব (চাকরি) পালনের প্রস্তাব দেন।

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

অর্থ: "আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে।" (সূরা কাসাস: ২৭) 3

উপসংহার: মুসা (আ.) শুরুতে 'সৎকাজের প্রতিদান' হিসেবে টাকা নেননি। বরং পরবর্তীতে তিনি সামাজিকভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনে একটি বৈধ 'ইজারা' বা শ্রমচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যা শরিয়তে সম্পূর্ণ হালাল।

৯. প্রশ্ন: মহান আল্লাহ কি গাছে অবতরণ করেছিলেন? যদি না হয়, তবে তিনি কীভাবে বলেছেন- نودى من الشجرة? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(هَلْ نَزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّجَرَةِ؟ وَإِلَّا كَيْفَ قَالَ تَعَالَى "نُودِيَ مِنَ الشَّجَرَةِ"؟ بَيِّنْ بِالِاخْتِصَارِ)

উত্তর:

ভূমিকা: তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ তাআলার কথোপকথন এক অলৌকিক ঘটনা। সেখানে একটি গাছ থেকে আওয়াজ এসেছিল। এ নিয়ে আকিদাগত স্বচ্ছতা থাকা জরুরি।

আকিদাগত বিশ্লেষণ:

১. আল্লাহর অবতরণ বা হুলুল অসম্ভব: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলা কোনো সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে প্রবেশ (Hulul) করেন না এবং তিনি স্থান-কালের ঊর্ধ্বে। তাই তিনি গাছে অবতরণ করেননি। 4

২. গাছ থেকে আওয়াজ আসার ব্যাখ্যা: نُودِيَ مِنَ الشَّجَرَةِ (গাছ থেকে আওয়াজ এল)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরুল মুনীর-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম কুদরতে সেই গাছের মধ্যে একটি আওয়াজ সৃষ্টি করেছিলেন। যেভাবে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহি আসে, এখানে কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর গাছটি ছিল সেই আওয়াজের উৎপত্তিস্থল বা দিক (Direction)।

৩. কালামে ইলাহী: মুসা (আ.) যে কথা শুনেছিলেন, তা ছিল আল্লাহর কালাম বা কথা, যা মাখলুক বা সৃষ্টির গুণের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ মুসা (আ.)-এর শোনার সুবিধার্থে ওই বিশেষ স্থান থেকে আওয়াজ প্রকাশ করেছিলেন।

উপসংহার: মূলত আল্লাহ তাআলা গাছে অবতরণ করেননি, বরং তিনি গাছের দিক থেকে তাঁর কালাম বা বাণীর আওয়াজ সৃষ্টি করে মুসা (আ.)-কে শুনিয়েছিলেন।

১০. প্রশ্ন: "شاطئ الواد الايمن" ও "من الشجرة"-এর মাধ্যমে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
(مَا الْمُرَادُ بِشَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ؟ وَإِلَامَ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ "مِنَ الشَّجَرَةِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ের পাদদেশে যে স্থানে প্রথম ওহি লাভ করেছিলেন, কুরআনে সেই স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেওয়া হয়েছে।

শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য:

১. শাতিয়িল ওয়াদিল আইমান (شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ): এর অর্থ হলো 'উপত্যকার ডান পাড়'। মুসা (আ.) যখন মাদায়েন থেকে মিসরের দিকে আসছিলেন, তখন তাঁর যাত্রাপথের সাপেক্ষে তুর পাহাড়ের যে উপত্যকাটি তাঁর ডান দিকে পড়েছিল, সেটাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ছিল এক বরকতময় স্থান। 5

২. মিনাশ শাজারাহ (مِنَ الشَّجَرَةِ): এর অর্থ 'গাছটি হতে'। মুফাসসিরগণের মতে, এটি ছিল একটি সবুজ সতেজ গাছ (কারও মতে কুল বা বরই জাতীয় গাছ, আবার কারও মতে বাবলা জাতীয় গাছ)। আগুনের লেলিহান শিখা এই গাছটিকে ঘিরে ধরেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আগুন গাছটিকে জ্বালাচ্ছিল না, বরং তার উজ্জ্বলতা বাড়াচ্ছিল। এই গাছ থেকেই গায়েবি আওয়াজ এসেছিল।

তাৎপর্য: মূলত এই স্থানটি ছিল **'তুয়া' (طُوًى)** নামক পবিত্র উপত্যকা, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-কে নবুওয়াত ও মোজেজা (লাঠি ও শুভ্র হাত) দান করেছিলেন।

উপসংহার: এই দুটি শব্দ দ্বারা ওহি নাজিলের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান এবং অলৌকিক ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১১. প্রশ্ন: বরকতময় ভূমি তূয়া কি বায়তুল মুকাদ্দাস ও মদিনা থেকে উত্তম? (هَلِ الْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ "طُوًى" أَفْضَلُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: আল্লাহ তাআলা তুর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 'তূয়া' উপত্যকাকে 'পবিত্র' এবং 'বরকতময়' বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মক্কা ও মদিনার মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে।

স্থানগুলোর মর্যাদার তুলনা:

১. তূয়া উপত্যকার মর্যাদা: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র উপত্যকা তূয়ায় আছ)। এই স্থানটি সম্মানিত কারণ এখানে আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। একে 'আল-বুকা'আতুল মুবারাকা' (الْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ) বা বরকতময় ভূমি বলা হয়েছে।

২. বায়তুল মুকাদ্দাস ও মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব: জমহুর উলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরগণের মতে, মর্যাদার দিক থেকে মক্কাতুল মোকাররমা এবং মদিনাতুল মুনাওয়ারা বিশ্বের সকল স্থানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থান।

৩. আল্লামা আয-যুহাইলীর মত: তাফসীরুল মুনীর-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তূয়া উপত্যকা নিঃসন্দেহে বরকতময়, কিন্তু মক্কা ও মদিনার সমকক্ষ নয়। তবে যে নির্দিষ্ট স্থানে আল্লাহর 'তাজাল্লী' বা জ্যোতি প্রকাশ পেয়েছিল, সেই নির্দিষ্ট স্থানটির বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা রয়েছে।

উপসংহার: সারকথা হলো, তূয়া একটি পবিত্র স্থান, কিন্তু সামগ্রিক ফজিলতের দিক থেকে মক্কা, মদিনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস এর চেয়ে উত্তম।

---

১২. প্রশ্ন: কারূনের জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ قَارُونَ بِالِاخْتِصَارِ)

উত্তর:

ভূমিকা: বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে ফেরাউনের পরেই যার নাম ধৃষ্টতা ও অহংকারের প্রতীক হিসেবে আসে, সে হলো কারূন। সূরা কাসাসে তার করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

কারূনের পরিচয় ও জীবনী:

১. বংশপরিচয় (النَّسَبُ): মুফাসসিরগণের মতে, কারূন ছিল হযরত মুসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই। তার পিতার নাম ছিল ইসহাব (يصهر), যিনি মুসা (আ.)-এর পিতা ইমরানের ভাই ছিলেন।

২. অবস্থান ও পদমর্যাদা: সে ছিল বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে ফেরাউনের পক্ষাবলম্বন করেছিল এবং নিজ জাতির ওপর জুলুম করত। সে তাওরাতের একজন বড় পন্ডিত (ক্বারী) ছিল এবং তার কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর ছিল বলে তাকে 'মুনাওয়ির' বলা হতো। কিন্তু সম্পদের লোভে সে মুনাফিকি করে।

৩. সম্পদ ও অহংকার: আল্লাহ তাকে অঢেল ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করে অহংকার করল। সে দাবি করল, এই সম্পদ তার নিজের যোগ্যতায় অর্জিত।

৪. পরিণতি (الْعَاقِبَةُ): যখন সে দম্ভভরে বলল, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي (এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান দ্বারা পেয়েছি), তখন আল্লাহ তাকে তার প্রাসাদ ও ধনভাণ্ডারসহ জমিনে ধসিয়ে দিলেন।

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

অর্থ: "অতঃপর আমি তাকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম।" (সূরা কাসাস: ৮১)

উপসংহার: কারূনের জীবনী থেকে শিক্ষা হলো, ইলম বা সম্পদ অহংকারের বিষয় নয়, বরং তা আল্লাহর দান।

---

১৩. প্রশ্ন: কারূনকে কীসের জ্ঞান দান করা হয়েছিল? (أَيَّ عِلْمٍ أُوتِيَ قَارُونُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কারূন তার সম্পদের ব্যাপারে দাবি করেছিল যে, সে এক বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে এই সম্পদ অর্জন করেছে। কুরআনে এসেছে: عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي (আমার কাছে রক্ষিত জ্ঞানের মাধ্যমে)।

কারূনের জ্ঞানের স্বরূপ:

মুফাসসিরগণ এই 'ইলম' বা জ্ঞানের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত দিয়েছেন, যা তাফসীরুল মুনীর-এ আলোচিত হয়েছে:

১. কিমিয়া বিদ্যা (عِلْمُ الْكِيمِيَاءِ): অধিকাংশের মতে, কারূন 'ইলমুল কিমিয়া' বা আলকেমি জানত। এই বিদ্যার মাধ্যমে সে তামা বা অন্যান্য সাধারণ ধাতুকে সোনায় রূপান্তর করতে পারত। এ কারণেই তার কাছে এত বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নভাণ্ডার ছিল।

২. ব্যবসায়িক জ্ঞান (عِلْمُ التِّجَارَةِ): কেউ কেউ বলেন, তার ছিল অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও সম্পদ উপার্জনের কৌশল। সে জানত কীভাবে সম্পদ বাড়াতে হয়।

৩. তাওরাতের জ্ঞান: সে তাওরাত কিতাবের একজন বড় আলেম ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান তাকে হেদায়েত না দিয়ে বরং অহংকারী করে তুলেছিল। সে মনে করত, আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট বলেই তাকে এই জ্ঞান ও সম্পদ দিয়েছেন।

উপসংহার: কারূনের দাবি অনুযায়ী তার এই জ্ঞান (বিশেষত কিমিয়া বা সম্পদ অর্জনের কৌশল) তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, কারণ সে একে আল্লাহর দয়া না ভেবে নিজের কৃতিত্ব মনে করেছিল।

---

১৪. প্রশ্ন: কারূনের তালা-চাবির কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (بَيِّنْ بَعْضَ أَوْصَافِ مَفَاتِحِ قَارُونَ)

উত্তর:

ভূমিকা: কারূনের সম্পদের আধিক্য বোঝাতে আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার ধনভাণ্ডারের 'চাবি' (مَفَاتِح)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। এটি তার সম্পদের বিশালতার এক অলৌকিক চিত্রায়ন।

তালা-চাবির বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

অর্থ: "আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে, তার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল।" (সূরা কাসাস: ৭৬)

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. ভারী ও বৃহৎ: চাবিগুলো এত ভারী ছিল যে, শক্তিশালী একদল মানুষ (উসবা) তা বহন করতে হিমশিম খেত। আরবি 'উসবা' (عُصْبَة) বলতে ১০ থেকে ৪০ জন বা তারও বেশি শক্তিশালী পুরুষের দলকে বোঝায়।

২. উপাদান: কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, চাবিগুলো ছিল চামড়ার তৈরি, আবার কারও মতে লোহার। কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে তা বহন করা কঠিন ছিল।

৩. ধনভাণ্ডারের ইঙ্গিত: শুধুমাত্র চাবিগুলোই যদি এত ভারী হয়, তবে সেই চাবি দিয়ে খোলা সিন্দুকগুলোতে কী পরিমাণ সম্পদ ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহার: এই বর্ণনা মূলত কারূনের অকল্পনীয় সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা শেষ পর্যন্ত তার কোনো কাজে আসেনি।

---

১৫. প্রশ্ন: সন্ত্রাস হারামের প্রমাণ বহনকারী তিনটি আয়াত উল্লেখ কর। (اُذْكُرْ ثَلَاثَ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْإِرْهَابِ)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। সন্ত্রাস, বিপর্যয় সৃষ্টি বা 'ফাসাদ' (الْفَسَاد)-কে কুরআন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সূরা আল-কাসাসে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

সন্ত্রাস ও বিপর্যয় হারামের তিনটি আয়াত:

১. বিপর্যয় সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা: আল্লাহ তাআলা কারূনের ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

অর্থ: "এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতে যেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা কাসাস: ৭৭)

২. আখেরাত বিনয়ীদের জন্য: যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও সন্ত্রাস চালায় না, জান্নাত তাদের জন্যই। আল্লাহ বলেন:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থ: "এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ (সন্ত্রাস) সৃষ্টি করতে চায় না।" (সূরা কাসাস: ৮৩)

৩. ফেরাউনের পরিণতির মাধ্যমে সতর্কবার্তা: ফেরাউন ছিল তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ... إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল... নিঃসন্দেহে সে ছিল ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা কাসাস: ৪)। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে প্রমাণ করেছেন যে সন্ত্রাসীদের পতন অনিবার্য।

উপসংহার: উল্লেখিত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামে সন্ত্রাস ও বিপর্যয়ের কোনো স্থান নেই।

---

১৬. প্রশ্ন: সূরা আল কাসাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ। (اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ الْقَصَصِ)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল-কাসাস কুরআন মাজিদের এমন একটি সূরা, যা ইতিহাস, আকিদা ও নৈতিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এতে মুমিনদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

সূরা আল-কাসাসের শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. হকের চূড়ান্ত বিজয়: ফেরাউনের মতো শক্তিশালী স্বৈরশাসকও আল্লাহর শক্তির সামনে তুচ্ছ। সত্য ও ন্যায়ের বিজয় অনিবার্য, যদিও তা সময়সাপেক্ষ হয়।

২. জুলুমের পতন: জুলুম বা অত্যাচার কখনো স্থায়ী হয় না। আল্লাহ তাআলা জালেমদের ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। ফেরাউন ও হামানের পরিণতি এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

৩. সম্পদ অহংকারের বস্তু নয়: কারূনের ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, ধন-সম্পদ আল্লাহর পরীক্ষা। অহংকার করলে এই সম্পদই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্পদের মালিক আল্লাহ, মানুষ কেবল আমানতদার।

৪. নারীর সম্ভ্রম ও কর্ম: শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, নারীরা প্রয়োজনে পর্দার সাথে বাইরে কাজ করতে পারেন। লজ্জা ও সম্ভ্রম মুমিনের ভূষণ।

৫. আল্লাহর ওয়াদা সত্য: আল্লাহ মুসা (আ.)-এর মাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। মুমিনের উচিত বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা।

উপসংহার: এই সূরার মূল শিক্ষা হলো—ক্ষমতা ও সম্পদের দম্ভ নয়, বরং ঈমান ও তাওয়াক্কুলই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির চাবিকাঠি।

سورة العنكبوت (সূরা আল আনকাবুত)

১৭. প্রশ্ন: সূরা আল আনকাবুত-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ২৯তম সূরা হলো 'সূরা আল-আনকাবুত'। মক্কী জীবনের শেষ ভাগে এবং মাদানি জীবনের শুরুর দিকে নাজিল হওয়া এই সূরাটি মুমিনের ঈমানি পরীক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

এই সূরার ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের উপাস্যদের দুর্বলতা বোঝাতে মাকড়সার (আল-আনকাবুত) উদাহরণ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا

অর্থ: "যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়।" (সূরা আনকাবুত: ৪১) 1

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা: ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, এই সূরায় মাকড়সার ঘরের ভঙ্গুরতার সাথে বাতিল মাবুদদের তুলনা করা হয়েছে। মাকড়সার জাল যেমন তাকে রোদ, বৃষ্টি বা ঝড় থেকে বাঁচাতে পারে না, তেমনি গায়রুল্লাহর ইবাদতও মানুষকে পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। এই অনন্য উপমাটি এই সূরায় থাকার কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে 'সূরা আল-আনকাবুত'।

উপসংহার: মূলত তাওহীদের সত্যতা এবং শিরকের অসারতা প্রমাণে মাকড়সার এই উপমাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় এই নামে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

১৮. প্রশ্ন: সূরা আল আনকাবুত-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল-আনকাবুত মাক্কী ও মাদানি বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ। এতে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা এবং বাতিলের সাথে হকের সংঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো হলো:

১. ঈমানের পরীক্ষা (الِابْتِلَاءُ فِي الْإِيمَانِ): সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে যে, কেবল 'ঈমান এনেছি' বললেই ছেড়ে দেওয়া হবে না, বরং পরীক্ষা নেওয়া হবে।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অর্থ: "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'—এ কথা বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরা আনকাবুত: ২)

২. পূর্ববর্তী নবীদের সংগ্রাম: নূহ, ইব্রাহিম, লুত, শুয়াইব (আ.) এবং আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে, সত্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ।

৩. পিতামাতার আনুগত্য ও সীমারেখা: পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ, তবে শিরকের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য না করার বিধান।

৪. শিরকের অসারতা: মাকড়সার জালের উপমার মাধ্যমে শিরকের দুর্বলতা প্রমাণ।

৫. আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক: ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের নির্দেশনা।

উপসংহার: সংক্ষেপে, এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য হলো—দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকৃত মুমিন চেনা যায় এবং মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। [2]

১৯. প্রশ্ন: ওসসায়ানাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি হুসনা... আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা কর।
(بَيِّنْ سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا... الْآيَةَ")

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার সেবা করা ফরজ। কিন্তু ঈমান ও শিরকের প্রশ্নে অগ্রাধিকার কোনটি হবে, তা নির্ধারণে এই আয়াতটি নাজিল হয়। প্রশ্নোক্ত আয়াতটি সূরা আনকাবুত-এর ৮ নং আয়াত।

শানে নুযুল (سَبَبُ النُّزُولِ):

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, বিশেষত সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী, এই আয়াতটি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর ঘটনায় নাজিল হয়েছে।

ঘটনা: সা'দ (রা.) তাঁর মায়ের খুব অনুগত ছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁর মা (হামনা বিনতে সুফিয়ান) কসম খেলেন যে, যতক্ষণ সা'দ ইসলাম ত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তিনি খাবেন না, পান করবেন না এবং ছায়ায় বসবেন না। তিনি বললেন, "তোমার আল্লাহই তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি না খেয়ে মারা যাব এবং তোমাকে মাতৃহন্তারক হিসেবে ধিক্কার দেওয়া হবে।"

মায়ের অনশন ও মুমূর্ষু অবস্থা দেখে সা'দ (রা.) বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ ي... فَلَا تُطِعْهُمَاb

অর্থ: "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তবে যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শরিক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে... তবে তাদের আনুগত্য করো না।" [3]

সিদ্ধান্ত: সা'দ (রা.) তখন মাকে বললেন, "মা! তোমার যদি ১০০টি প্রাণও থাকে এবং একে একে বের হতে থাকে, তবুও আমি আমার দ্বীন ছাড়ব না।" অবশেষে নিরাশ হয়ে তাঁর মা অনশন ভাঙলেন।

উপসংহার: এই আয়াতের মাধ্যমে নীতি নির্ধারিত হলো—পিতামাতার সেবা করতে হবে, কিন্তু আল্লাহর নাফরমানির কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

---

২০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ووصينا الانسان بوالديه حسنا... الاية"-এর উদ্দেশ্য কী?

(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا... الْآيَةَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আনকাবুতের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা পিতামাতার অধিকার এবং তাওহীদের দাবির মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বিধান করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ:

১. সদ্ব্যবহারের সাধারণ নির্দেশ (وَوَصَّيْنَا بِالْإِحْسَانِ): (الْأَمْرُ بِالْإِحْسَانِ) শব্দের অর্থ 'আমি অসিয়ত বা জোর নির্দেশ দিয়েছি'। অর্থাৎ পিতামাতা মুমিন হোক বা কাফের, তাদের সাথে পার্থিব জীবনে উত্তম ব্যবহার, সেবা ও সম্মান প্রদর্শন করা সন্তানের ওপর আবশ্যক।

২. আনুগত্যের সীমারেখা (حُدُودُ الطَّاعَةِ): আয়াতে বলা হয়েছে وَإِن جَاهَدَاكَ (যদি তারা তোমার সাথে ধস্তাধস্তি বা জোর করে)। উদ্দেশ্য হলো, পিতামাতা যদি সন্তানকে শিরক বা কুফরি করতে বাধ্য করে, তবে সেই নির্দেশ মানা হারাম। হাদিসে আছে:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থ: "স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

৩. প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছে: আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ (আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে)। এর উদ্দেশ্য হলো, পিতামাতার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি কামানো বোকামি, কারণ চূড়ান্ত বিচারক আল্লাহ।

উপসংহার: এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো—হক্কুল ইবাদ (পিতামাতার অধিকার) এবং হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার)-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে, তবে পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না।

২১. প্রশ্ন: তারকীব কর: ان الله على كل شىء قدير
(رَكِّبْ: إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

উত্তর:

ভূমিকা: এটি একটি জুমলা ইসমিয়্যা (নামবাচক বাক্য), যা আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার ঘোষণা দেয়। বাক্যটি সূরা আনকাবুত-এর ২০ নং আয়াতের অংশ।

তারকীব (التَّرْكِيبُ النَّحْوِيُّ):

- **إِنَّ (ইন্না):** হুরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল (الحرف المشبه بالفعل)। এটি তার ইসিমকে নসব (জবর) এবং খবরকে রফা (পেশ) দেয়। অর্থ: নিশ্চয়ই।
- **اللهَ (আল্লাহ):** লফজে আল্লাহ, ইসমে ইন্না (اسم إن), মানসুব বা নসববিশিষ্ট।
- **عَلَى (আলা):** হরফে জার (حرف الجر)।
- **كُلِّ (কুল্লি):** মুজাফ (مضاف), মাজরুর (জেরবিশিষ্ট)।
- **شَيْءٍ (শাইয়িন):** মুজাফ ইলাইহি (مضاف إليه)।
  - *বি.দ্র:* كُلِّ ও شَيْءٍ মিলে মোরাক্কাবে এজাফি হয়ে عَلَى এর মাজরুর।
  - জার ও মাজরুর মিলে **'মুতাআল্লিক' (متعلق)** বা সম্পৃক্ত হয়েছে পরবর্তী قَدِيرٌ শব্দের সাথে।
- **قَدِيرٌ (কাদিরুন):** খবরে ইন্না (خبر إن), মারফু বা পেশবিশিষ্ট।

বাক্যের গঠন: ইন্না, তার ইসিম, মুতাআল্লিক এবং খবর মিলে **'জুমলা ইসমিয়্যা খবরিয়্যা' (جملة اسمية خبرية)** গঠিত হয়েছে। [5]

২২. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت... الاية"- এর অর্থ কী?

(مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ... الْآيَةَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আনকাবুতের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের আকিদার অসারতা প্রমাণে মাকড়সার ঘরের উপমা ব্যবহার করেছেন। এটি কুরআনের অন্যতম বিজ্ঞানময় ও অলঙ্কারপূর্ণ আয়াত।

আয়াতের অর্থ:

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

শাব্দিক অর্থ: "এবং নিশ্চয়ই ঘরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল বা জরাজীর্ণ হলো মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত!"

মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা:

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর অর্থ হলো:

১. শারীরিক দুর্বলতা: মাকড়সার জাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি, যা রোদ, বৃষ্টি, বাতাস বা সামান্য আঘাতেই ছিঁড়ে যায়। ঠিক তেমনি, আল্লাহ ছাড়া অন্য দেব-দেবী বা মাবুদরা তাদের উপাসকদের কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাদের আশ্রয় মাকড়সার জালের মতোই ঠুনকো।

২. পারিবারিক/সামাজিক দুর্বলতা (আধুনিক বিজ্ঞান ও তাফসির): মাকড়সার ঘর কেবল কাঠামোগতভাবেই দুর্বল নয়, বরং পারিবারিক বন্ধনের দিক থেকেও দুর্বল। স্ত্রী মাকড়সা অনেক সময় পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করে। মুশরিকদের দেবতারাও কিয়ামতের দিন তাদের উপাসকদের অস্বীকার করবে এবং একে অপরের শত্রু হবে।

উপসংহার: এই আয়াতের অর্থ হলো—তাওহীদ ছাড়া অন্য সব মতবাদ ও আশ্রয় মাকড়সার জালের মতোই ভিত্তিহীন ও দুর্বল। [6]

২৩. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "اتل ما اوحى اليك من الكتاب.... الاية"-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর।
("بَيِّنْ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ "أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ... الْآيَةَ)

উত্তর:

ভূমিকা: সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে—এই মহান ঘোষণাটি সূরা আনকাবুত-এর ৪৫ নং আয়াতে এসেছে। মক্কার কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের করণীয় নির্দেশ করতে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযুল (سَبَبُ النُّزُولِ):

মুফাসসিরগণের মতে, এই আয়াতের সুনির্দিষ্ট কোনো তাৎক্ষণিক শানে নুযুল (ঘটনা) নেই, তবে এর প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. কাফেরদের উপহাসের জবাব: মক্কার কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং নানাভাবে কষ্ট দিত, তখন আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা এবং করণীয় বাতলে দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল করেন।

২. করণীয় নির্দেশ: আল্লাহ বলেন, কাফেরদের কথায় কান না দিয়ে আপনি দুটি কাজ করুন:
* কিতাব তেলাওয়াত (কুরআন পাঠ)।
* সালাত কায়েম।

৩. সালাতের প্রভাব: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আনসারদের এক যুবক রাসূল (সা.)-এর পেছনে নামাজ পড়ত, আবার বড় বড় পাপেও লিপ্ত হতো। বিষয়টি রাসূল (সা.)-কে জানানো হলে তিনি বলেন, "তার সালাত শীঘ্রই তাকে এসব থেকে বিরত রাখবে।" পরবর্তীতে সে সত্যিই তাওবা করে শুধরে যায়। এই প্রেক্ষাপটটি আয়াতের إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ অংশের বাস্তব প্রমাণ।

উপসংহার: মূলত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মুমিনদের আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের উপায় হিসেবে এই আয়াত নাজিল হয়। [7]

২৪. প্রশ্ন: সূরা আল আনকাবুত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।
(اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল-আনকাবুত মুমিনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন। এতে ঈমানের দাবি ও পরীক্ষার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. পরীক্ষা অপরিহার্য: মুখে ঈমানের দাবি করলেই হবে না, দুঃখ-কষ্ট ও জান-মালের পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করা হয়েছিল।

২. পিতামাতার আনুগত্যের সীমা: পিতামাতার সেবা ও সম্মান করা ফরজ, কিন্তু তারা যদি আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে বা শিরক করতে বলে, তবে তা মানা যাবে না।

৩. সালাতের সমাজসংস্কারক ভূমিকা: একনিষ্ঠভাবে আদায়কৃত সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। সমাজ সংশোধনে সালাত প্রধান হাতিয়ার।

৪. শিরকের উপমা: গায়রুল্লাহর ওপর ভরসা করা মাকড়সার জালের মতোই বোকামি ও দুর্বলতা। একমাত্র আল্লাহই মজবুত আশ্রয়দাতা।

৫. দাওয়াতি পদ্ধতি: আহলে কিতাব বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তা হতে হবে 'উত্তম পন্থায়' (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ), ঝগড়া বা কটু কথার মাধ্যমে নয়।

৬. হিজরতের গুরুত্ব: আল্লাহর জমিন প্রশস্ত। যদি কোনো স্থানে দ্বীন পালন অসম্ভব হয়, তবে হিজরত বা স্থান ত্যাগ করা মুমিনের কর্তব্য।

উপসংহার: সূরা আনকাবুত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈমানের পথে বাধা আসবেই, কিন্তু তাওয়াক্কুল ও সবরের মাধ্যমে তা অতিক্রম করে জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে হবে। [৪]

سورة الروم (সূরা আর রূম)

২৫. প্রশ্ন: সূরা আর রূম-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ الرُّومِ)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ৩০তম সূরা হলো 'সূরা আর-রূম'। এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা ৬০। এই সূরায় একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা আলোচিত হয়েছে।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

এই সূরার ২য় আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

غُلِبَتِ الرُّومُ

অর্থ: "রোমানরা পরাজিত হয়েছে।" (সূরা রূম: ২)

সূরার শুরুতেই তৎকালীন পরাশক্তি 'রূম' বা রোমান সাম্রাজ্যের পারস্যের কাছে পরাজয় এবং পরবর্তীতে কয়েক বছরের মধ্যে তাদের পুনরায় বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেহেতু এই সূরায় 'আর-রূম' (الرُّومُ)-এর আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে এবং তাদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা আর-রূম'।

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা: ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, এই সূরার নামকরণের পেছনে মূল কারণ হলো—এটি ইসলামি আকিদার সত্যতা প্রমাণের একটি 'গায়েবি খবর' বা অলৌকিক নিদর্শন বহন করছে, যা রোমানদের বিজয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

উপসংহার: ঐতিহাসিক ঘটনা এবং কুরআনের মোজেজা হিসেবে রোমানদের আলোচনার কারণেই এই নাম রাখা হয়েছে।

২৬. প্রশ্ন: সূরা আর রূম-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ الرُّومِ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আর-রূম মাক্কী সূরা হওয়ায় এতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এই সূরার প্রধান বিষয়বস্তুগুলো হলো:

১. ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্যতা: রোমানরা পারসিকদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর পুনরায় বিজয়ী হবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার বাস্তবায়ন কুরআনের সত্যতার দলিল।

২. তাওহীদের নিদর্শন (دَلَائِلُ التَّوْحِيدِ): আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টি, মানুষের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা, নিদ্রা, বিদ্যুৎ চমকানো, এবং স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা সৃষ্টিকে তাঁর একত্ববাদের নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছেন।

৩. অর্থনৈতিক নীতিমালা: সুদ (Riba) সম্পদ কমায় এবং জাকাত সম্পদ বাড়ায়—এই মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে।

৪. ফিতরাত বা স্বভাবধর্ম: মানুষকে 'দীনে হানিফ' বা একনিষ্ঠ ধর্মের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. কিয়ামত ও পুনরুত্থান: মৃত মাটি থেকে যেমন উদ্ভিদ জন্মায়, তেমনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে—এই যুক্তিতে আখেরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

উপসংহার: এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য হলো—বিশ্বজগতের প্রতিটি ঘটনায় এবং সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান।

২৭. প্রশ্ন: রূম কারা? তাদের আকিদা কী? (مَنْ هُمُ الرُّومُ؟ وَمَا هِيَ عَقِيدَتُهُمْ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আর-রূমে উল্লেখিত 'রূম' জাতি তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি ছিল। মুসলমানদের সাথে তাদের একটি মানসিক সখ্যতা ছিল।

রূম কারা:

'রূম' বলতে এখানে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে (Byzantine Empire) বোঝানো হয়েছে। আরবদের কাছে তারা 'বনু আসফার' (بَنُو الْأَصْفَرِ) বা পীতবর্ণের মানুষ নামেও পরিচিত ছিল। তাদের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল।

তাদের আকিদা (عَقِيدَتُهُمْ):

১. ধর্ম: রূম বা রোমানরা ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। কুরআনের ভাষায় তারা 'আহলে কিতাব' (أَهْلُ الْكِتَابِ) বা কিতাবধারী।

২. বিশ্বাস: তারা আল্লাহ, আসমানি কিতাব (ইনজিল), নবী-রাসূল এবং পরকালে বিশ্বাসী ছিল। যদিও তাদের ধর্মে বিকৃতি (যেমন—ত্রিত্ববাদ) প্রবেশ করেছিল, তবুও পারস্যের অগ্নিপূজকদের (মাজুস) তুলনায় তারা মুসলমানদের আকিদার কাছাকাছি ছিল।

৩. মুসলমানদের সমর্থন: মক্কার মুশরিকরা পারস্যের অগ্নিপূজকদের বিজয়ে খুশি হয়েছিল কারণ উভয়েই মূর্তিপূজক/বহুঈশ্বরবাদী ছিল। অন্যদিকে, মুসলমানরা রোমানদের বিজয়ের কামনা করেছিল কারণ রোমানরা ওহির অনুসারী ছিল।

উপসংহার: রূম ছিল আসমানি কিতাবে বিশ্বাসী খ্রিস্টান জাতি, যাদের বিজয় মুমিনদের জন্য আনন্দের কারণ ছিল।

২৮. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "سيغلبون فى بضع سنين"-এর তাফসীর কর। (فَسِّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى "سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ")

উত্তর:

ভূমিকা: এটি সূরা আর-রূমের ৩ ও ৪ নং আয়াতের অংশ। মক্কায় যখন পারস্যের হাতে রোমানদের পরাজয়ের খবর এল, তখন মুশরিকরা উল্লাস করতে লাগল। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন।

তাফসীর ও ব্যাখ্যা:

১. সিয়াগলিবূন (سَيَغْلِبُونَ): এর অর্থ "তারা অতি শীঘ্রই বিজয়ী হবে"। অর্থাৎ বর্তমানে পরাজিত রোমানরা পুনরায় পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে। এটি ছিল ভবিষ্যতের গায়েবি খবর।

২. ফী বিদ'ঈ সিনীন (فِي بِضْعِ سِنِينَ): এর অর্থ "কয়েক বছরের মধ্যে"। আরবিতে 'বিদ'ঈ' (بِضْعِ) শব্দ দ্বারা ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যবর্তী সময়কে বোঝানো হয়।

৩. ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন: ঐতিহাসিকভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছিল। আয়াত নাজিলের প্রায় ৭ বছর পর (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে) রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারস্য সম্রাট খসরুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন এবং তাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।

৪. মুমিনদের আনন্দ: আয়াতে আরও বলা হয়েছে وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (সেদিন মুমিনরা খুশি হবে)। যেদিন রোমানরা বিজয়ী হলো, ঠিক সেদিনই মুসলমানরা বদর প্রান্তরে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল বলে অনেক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার: এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের এবং কুরআনের সত্যতার এক অকাট্য প্রমাণ।

২৯. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "فى بضع سنين"-এর মধ্যে "بضع" শব্দের অর্থ কী?

(مَا مَعْنَى "بِضْع" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "فِي بِضْعِ سِنِينَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কুরআনের শব্দচয়ন অত্যন্ত নিখুঁত। 'বিদ'ঈ' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিজয়ের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

'বিদ'ঈ' শব্দের অর্থ (مَعْنَى كَلِمَةِ بِضْع):

১. আভিধানিক অর্থ: আরবি অভিধান অনুযায়ী 'বিদ'ঈ' (بِضْع) শব্দটি ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন ১ থেকে ৯, আবার কারও মতে ৩ থেকে ১০-এর মধ্যবর্তী সংখ্যা।

২. শরিয়াহ ও তাফসিরের দৃষ্টিতে: ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.)-এর মতে এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের ব্যাখ্যায়, 'বিদ'ঈ' বলতে ৩ থেকে ৯ বছরের সময়কালকে বোঝানো হয়েছে।

৩. প্রেক্ষাপট: হযরত আবু বকর (রা.) প্রথমে বাজির শর্ত হিসেবে ৬ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁকে সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন, সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে, কারণ 'বিদ'ঈ' শব্দটির ব্যপ্তি ৯ বছর পর্যন্ত। বাস্তবে ৭ম বছরে বিজয় অর্জিত হয়েছিল, যা এই শব্দের অর্থের আওতাভুক্ত।

উপসংহার: সুতরাং, 'বিদ'ঈ' শব্দের অর্থ হলো ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যবর্তী একটি অনির্দিষ্ট সময়কাল।

---

৩০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "ضرب لكم مثلا من انفسكم .... الاية"-এর মর্মার্থ কী?

(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ .... الْآيَةَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: শিরক বা আল্লাহর সাথে শরিক করা যে কতটা অযৌক্তিক, তা বোঝাতে আল্লাহ তাআলা সূরা আর-রূমের ২৮ নং আয়াতে মানুষের নিজেদের জীবন থেকে একটি যুক্তি বা উপমা পেশ করেছেন।

আয়াতের মর্মার্থ (مُرَادُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের প্রশ্ন করছেন:

هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ

অর্থ: "তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তোমাদের ধনে-সম্পদে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যেরূপ তোমরা স্বজাতিকে ভয় কর?"

ব্যাখ্যা:

১. যুক্তি: একজন মনিব যেমন তার গোলাম বা দাসকে নিজের সম্পদের সমান মালিক মনে করে না এবং গোলামকে ভয় পায় না, তেমনি মহান আল্লাহ—যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক—তিনি কেন তাঁর সৃষ্টিকে (মানুষ, জিন বা মূর্তিকে) নিজের কর্তৃত্বের অংশীদার করবেন?

২. শিরকের অসারতা: মানুষ যদি নিজের দাসের অংশীদারিত্ব মেনে নিতে না পারে, তবে মহান আল্লাহর জন্য তাঁর সৃষ্টিকে শরিক সাব্যস্ত করা চরম বেয়াদবি ও মূর্খতা।

৩. তাফসীরুল মুনীর: ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, এই উপমাটি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের জন্য শিরক বর্জনের চূড়ান্ত দলিল।

উপসংহার: এই আয়াতের মর্ম হলো, মালিক ও দাসের মধ্যে যেমন সমতা হতে পারে না, তেমনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেও কোনো অংশীদারিত্ব হতে পারে না।

---

৩১. প্রশ্ন: সূরা আর রূম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ। (اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ الرُّومِ)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আর-রূম আকাইদ, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের এক অনন্য ভাণ্ডার। এখান থেকে আমরা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই।

প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. আল্লাহর জ্ঞান অসীম: ভবিষ্যতের খবর (রোমানদের বিজয়) নির্ভুলভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্তে।

২. উত্থান-পতন আল্লাহর হাতে: পরাশক্তিগুলোর উত্থান ও পতন আল্লাহর হুকুমে ঘটে। কোনো জাতি চিরস্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী নয়।

৩. পারিবারিক শান্তি: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো 'সাকিনাহ' বা প্রশান্তির উৎস। ভালোবাসা ও দয়া (Mawaddah wa Rahmah) দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি।

৪. বিশ্বপ্রকৃতিতে চিন্তাগবেষণা: আসমান-জমিন, ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এটি আল্লাহর মারেফাত অর্জনে সহায়তা করে।

৫. সুদ বনাম দান: সুদ দৃশ্যত সম্পদ বাড়ালেও আল্লাহর কাছে তা বরকতহীন। পক্ষান্তরে জাকাত ও দান সম্পদ পবিত্র করে ও বৃদ্ধি করে।

৬. ফিতরাতের অনুসরণ: ইসলাম হলো স্বভাবজাত ধর্ম (দ্বীনে ফিতরাত)। কৃত্রিমতা পরিহার করে এই ধর্মের ওপর অটল থাকাই মুক্তির পথ।

উপসংহার: সূরা আর-রূম শিক্ষা দেয় যে, জাগতিক পরিবর্তনের মধ্যেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে এবং তাঁর নিদর্শনগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে হবে।